সংবাদ

18 JAN 2010

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

শিক্ষক আন্দোলনে ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা

● শিক্ষকদের আলোচনায় বসার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

রকিব উদ্দিন

চাকরি জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি দ্রুত বাস্তবায়ন, এমপিওভুক্তি ও সরকারি শিক্ষকদের সমে বৈষম্য নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে বেসরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনের মাধ্যমে সারাদেশের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এতে চিপি হয়ে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ভেঙে পড়েছে পাঠদান কার্যক্রম। স্কুল মাদ্রাসাও পাঠদান থেকে বিরত থাকছেন শিক্ষকরা। সরকার সমর্থক, বিরোধীদল সমর্থক এবং নিরপেক্ষ সব শিক্ষক সংগঠন নানা দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি পালন করছেন। এদিকে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মাত্র আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে রাজধানীর গুটিকয়েক কিছু স্কুলে নামমাত্রভাবে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে, সেগুলোতে শিক্ষক নেতাদের নাম্পট কিছুটা কম। প্রায় সকল বিভাগ বা জেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কর্মবিরতি চলছে। শিক্ষার্থীদের চিপি হয়ে চলমান আন্দোলন বেগবান ও দীর্ঘ করারও তৎপরতা নিচ্ছেন শিক্ষক নেতারা। কিন্তু এই সংকট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কোন সক্রিয় তৎপরতা নেই। মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষকদের সব দাবি মেনে নেয়ার কোন রকম বাস্তবতা নেই। কারণ প্রতিটি দাবির পেছনেই আর্থিক সংশ্লেষ আছে। সরকারের সীমাবদ্ধতাও আছে। চাইলেই এসব দাবি মানা সম্ভব নয়। এছাড়া প্রত্যেক সরকারের শেষের বছরে নানা দাবিতে আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা। এটি নতুন কিছু নয়। সরকারবিরোধী একাধিক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো হচ্ছে। সরকার সমর্থক দেশের সবচেয়ে বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন 'শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের' অন্যতম আহ্বায়ক মুখ্যক শাহজাহান আলম সাজু সংবাদকে বলেন, 'চাকরি জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন, সম্মানজনক হারে বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি, ইনক্রিমেন্টসহ ১৭ দফা দাবিতে সারাদেশের ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত ১২ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি চলছে'। তিনি জানান, 'প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক বর্তমানে কর্মবিরতি আছেন'। ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকার সমর্থক অপর বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন জাতীয়

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১২ ক : ১

শিক্ষক : আন্দোলনে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতারাও সরকারের আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। এই সংগঠনের দাবির মধ্যে আছে- প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদি, পূজায় উৎসব ভাতা প্রদান, ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি অন্যতম। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের অন্যতম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'আমরা এখনও ধর্মঘট পাইনি। তবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারকে সময় দিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে'। শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রাম ঐক্য পরিষদ গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবিরাম ধর্মঘট পালন করছে। এই সংগঠনের অন্যান্য দাবির মধ্যে আছে- চাকরি জাতীয়করণ, ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়ার পরিবর্তে সরকারি শিক্ষকদের মতো বাড়ি ভাড়া, ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতার পরিবর্তে সরকারি নিয়মে চিকিৎসা ভাতা, ২৫ শতাংশের পরিবর্তে পূজায় উৎসব ভাতা প্রদান ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি। বর্তমানে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা ১২০/১২৫ টাকা হারে ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন। এ বিষয়ে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রাম ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও শিক্ষক সমিতি (নরকল) নজরুল ইসলাম বনি সংবাদকে বলেন, 'প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবিরাম ধর্মঘট চলছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। শিক্ষকরা রাজপথ ছাড়বেন না'। তিনি বলেন, 'এটি খুবই দুঃখজনক যে, এক সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চলছে, অথচ সরকারের কোন টনক নড়ছে না'।

শিক্ষক সমিতির (মাধ্যমিক) সভাপতি রঞ্জিত কুমার সেন জানান, চাকরি জাতীয়করণসহ ১৭ দফা দাবিতে গত ১০ জানুয়ারি থেকে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবিরাম ধর্মঘট চলছে।

নন-এমপিও শিক্ষকদের আন্দোলন

সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অংশ নেয়া এক লাখেরও বেশি শিক্ষক এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তারা গতকাল স্পিকার আবদুল হামিদ বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। তবে সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণা না আসা পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের উন্নত মধ্যে অনশন পালন করবেন শিক্ষকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার অনশন কর্মসূচি পালন শেষে তারা এমন প্রত্যয়ের কথা জানান। ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা সকাল ১০টায় শহীদ মোহাম্মদপুরের উন্নত মধ্যে জড়ো হন। সেখানেই আমরণ অনশন শুরু করেন। পরে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষকদের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুল হামিদের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য রওনা হন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর স্পিকারকে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য তার পিএস শিক্ষকদের নিয়ে যান। বিকেল ৪টার দিকে তারা স্পিকারকে স্মারকলিপি দেন। শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে স্পিকারের সঙ্গে শিক্ষকদের দীর্ঘ এক ঘণ্টা বৈঠক হয়। বৈঠকে স্পিকার আবদুল হামিদ শিক্ষকদের বলেন, শিক্ষামন্ত্রীকে আন্দোলনের দাবির কথা বলা হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হলেও সেখানে বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের সভাপতি অধ্যক্ষ এশারত আলী সংবাদকে জানান, কর্মসূচি চলছে এবং চলবে। শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন। এমপিওর সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বিকেল ৪টার দিকে স্পিকারকে স্মারকলিপি দিয়েছি।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই অপরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বেশর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলো সরকার থেকে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়া গত এক বছরে অনাবু বাবস্থাপনায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সারাদেশে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে করে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। চাহিদার নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন না দিয়ে বাণিজ্য বিশেষ, প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা ও প্রভাবশালীদের চাহিদাপত্রের ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হালীয় জনপ্রতিনিধিরা। তারাই ইচ্ছেমত নিয়োগ দিচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদউল্লিন পাটোয়ারী সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষাকে সরকারের পরিবর্তনের আগে উচিত। এলাকার অবস্থান, চাহিদা ও জনসংখ্যার নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া উচিত। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে গণহারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলো সরকার থেকে এমপিওভুক্তিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। টাকা-পয়সার বিনিময়েও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে'।